যায়যায়দিন

তারিখ 11 AUG 2012
পৃষ্ঠা

বৃটেনের উচ্চশিক্ষা এখন সোনার হরিণ

যায়যায়দি ডেস্ক

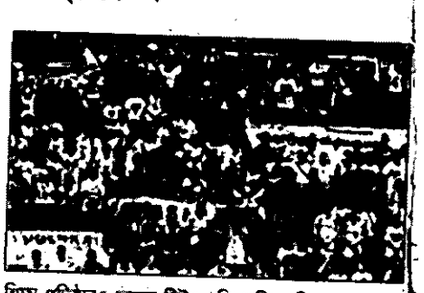

বৃটেনে শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারছে না। দেশটির পত্রিকা ডেইলি মেইলের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন অন ফিস নামে একটি গবেষণা সংস্থার জরিপে দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার খরচ ৩ দফা বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা থাকার পরও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমছে।

দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ খরচ হয় প্রায় ৯ হাজার ইউরো; যা কোনো শিক্ষার্থী বা মধ্যবিত্ত কোনো অভিভাবকের পক্ষে যোগানো কঠিন। তাই শিক্ষার এ উচ্চ ব্যয় মেটাতে অনেকে মাদক ব্যবসা বা দেহ ব্যবসার মতো অনৈতিক কাজেও জড়িয়ে পড়ছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই বছরে উচ্চশিক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা কমেছে ৮ দশমিক ৮ শতাংশে। একই সময় ১৮ ও ১৯ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর আবেদন কমেছে ৭ শতাংশে। ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২১ হাজার ৪৪৮ জন। চলতি বছর তা নেমে এসেছে ৩ লাখ ৮৪ হাজার ১৭০ জনে। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ৩৭ হাজার ২৭৮ কম। ২০১০ সালে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯৮ হাজার ১৫৫। চলতি বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৬২৯ জনে। অর্থাৎ ৭ দশমিক ২ শতাংশে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃটেনে তরুণের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে বিষয়টি এমন নয়। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালেও কমেছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বৃটেনে; বিশেষ করে স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার এ প্রবণতা নেই। স্কটল্যান্ডে বরং উচ্চশিক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা শতকরা এক ভাগ এবং ওয়েলসে শূন্য দশমিক ৩ ভাগ বেড়েছে। আবার উত্তর আয়ারল্যান্ডের অবস্থা অনেকটা ইংল্যান্ডের মতো। সেখানে আবেদনকারীর সংখ্যা কমেছে শূন্য দশমিক ৮ ভাগ। এরমধ্যে আবার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাদের টিউশন ফি বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষাবৃত্তি যোগাড় করা সম্ভব না হওয়ায় তাদের ঋণ করতে হচ্ছে, যা তাদের ও অভিভাবকদের জীবনযাত্রায় সমস্যা তৈরি করছে। দেখা গেছে, নিম্নবিত্ত একটি পরিবার যাদের সদস্য সংখ্যা অন্তত ৫ জন এবং তাদের বছরে ১৫ হাজার পাউন্ডের বেশি আয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন একটি পরিবারের একজন ছাত্র ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার পরও সে জানে না আদৌ তার পক্ষে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে কি-না। আর যে সব পরিবার বছরে ৩০ হাজার পাউন্ড আয় করছে, তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে কি-না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে বছরে ৫০ থেকে ৭৫ হাজার পাউন্ড আয় রয়েছে, এমন পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন অন ফিসের চেয়ারম্যান উইল হাটন বললেন, 'ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করা সত্যিই খুবই ব্যয়বহুল ও কঠিন হয়ে গেছে। শিক্ষা এখন রীতিমত বিনিয়োগের ব্যাপার।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টের প্রেসিডেন্ট লিয়াম বার্নস বলেন, 'আগামী সপ্তাহে এ লেভেল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু আমরা উদ্বেগ করছি তাদের জন্যে যারা পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে এসেছে।